ভৌম রাজ্য ত্যাগ করেন। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ইহধামে ৮৮ বৎসর প্রকট ছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণব কৃপাভিখারী
শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সরকার।

আমার প্রভুর কথা।

আমি একটী বদ্ধজীব সুতরাং নানা প্রকারে অভাব-গ্রস্ত। আমার অভাব পূরণের জন্য আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত অনেক বিষয় হস্তগত করিবার জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম। মনে করিতাম, বিষয় পাইলেই আমার অভাব পূরণ হইবে। অনেক সময় অনেক দুর্লভ বিষয় লাভ করিলাম কিন্তু আমার অভাব দূর হইল না। জগতে অনেক মহৎ-চরিত্র ব্যক্তি পাইলাম কিন্তু তাঁহাদিগের নানা অভাব দেখিয়া তাহাদিগকে সম্মান দিতে পারিলাম না। এহেন দুর্দ্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরম কারুণিক গৌর সুন্দর তদীয় প্রিয়তমদ্বয়কে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নিজ মঙ্গল হারাইয়া ছিলাম। কিন্তু প্রাক্তন সুকৃতি প্রভাবে আমার মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদকে

পাইয়াছিলাম। তাঁহারই নিকটে আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়া পরবশ হইয়া আমাকে আমার প্রভুকে দেখাইয়া দেন। প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস হইতে থাকে। আমি জানিতাম নরাকার ধারণ করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম। কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে আদর্শ বৈষ্ণব ইহজগতে থাকিতে পারেন।

আমার প্রভুর করুণায় ক্রমে ক্রমে আমিও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রের পক্ষপাতী হইলাম। আমার প্রভু ইহ জগতে শ্রীগৌর কিশোর দাস নামে পরিচিত ছিলেন। বিগত বর্ষের চাতুর্ম্মাস্যা-বসানে উত্থান একাদশী দিবসে তিনি অপ্রাকৃত গৌরধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইহজগতে মানবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান সমূহ হইতে মানবকে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে আমার প্রভুর ধারাবাহিক জীবনী আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব না। তবে আমার সম্মুখে তাঁহার অনুষ্ঠানাবলী এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা আমি শুনিয়াছি সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ গৌরহরির পরম প্রিয়তম পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের কয়েকটী কথা আমি লিখিতেছি। এই মহামহোদয়ের যে সকল কথা আমার অজ্ঞাত তাহা অপরের জানা থাকিলে, আমাকে জানাইলে আমি কৃতার্থ হইব।

সাধুগণের বাক্য ও অনুষ্ঠান হইতে আমাদের ন্যায় অভাব বিশিষ্ট জীবগণ তদনুসরণে নানা প্রকারে সমৃদ্ধ হইতে পারে। সাধুর চরিত্র ও অনুষ্ঠানাবলী শুনিলেও অনেক অসাধু হৃদয় শুদ্ধ হইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পরমহংস বাবাজীর কয়েকটী কথা লিখি।

আমি শুনিয়াছি তিনি ফরিদ পুরের অন্তর্গত পদ্মাবতী নদীর নিকটস্থ কোন গণ্ডগ্রামে অবর বৈশ্যকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ৮০বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব কাল। পিতৃদত্ত নাম বংশীদাস। এই মহাত্মা দার পরিগ্রহ করিয়া ২৯ বৎসর যাবৎ গৃহে বাস করেন। পত্নীবিয়োগের পর শস্যের দালালি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবত দাস বাবাজীর নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন। তিনি গৃহস্থ জীবনে অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন। বেশ গ্রহণের পরে প্রায় ৩০ বর্ষকাল শ্রীব্রজ

মণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া অনুক্ষণ ভজন করিয়া ছিলেন। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তিনি উত্তর ভারতের এবং বিশেষতঃ গৌড় মণ্ডলের তীর্থ সমূহ ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপ দাস বাবাজীর সহিত কাল্‌নায় শ্রীভগবান দাস বাবাজীর সহিত কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ ও সঙ্গলাভ করেন। এতদ্ব্যতীত ব্রজ মণ্ডলের সকল মহাত্মার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয় থাকিলেও কাহারও বিষয় চেষ্টা তিনি কোন দিন অনুমোদন করেন নাই। স্বয়ং একল হইয়া সঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধ ভজনে কালাতিপাত করেন।

যে বৎসর শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুন পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০০ সালে ফাল্গুন মাসে এই মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহাপ্রস্থান কাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়া ছিলেন। ১৩২১ সাল হইতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অভাব আমরা দেখিয়া আসিতেছি। ১৩১২ সাল হইতে তিনি যাযাবরের বিচরণ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিয়া ছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীধামের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম

সমূহে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা মাধুকুরী সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রমদ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপর কেহ কোন দিন তাহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে জীবের ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে স্মরণ হয়। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে কৃষ্ণেতর বিষয় বৈরাগ্য আশ্রয় স্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। আর যাঁহারা সেই বৈরাগ্যাচরিত অনুষ্ঠানাবলী দেখিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য কৃষ্ণেতর বিষয়ে ন্যূনাধিক বিতৃষ্ণ হইয়াছেন ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিতে পারে। এজন্য সেই মহাপুরুষের কথা বলিয়া আমরা ধন্য হইতে ইচ্ছা করি এবং শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে চেষ্টান্বিত হই।

তাঁহার গলদেশে, তুলসীমালা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্ন বস্ত্র-গ্রন্থি মালা, উন্মুক্ত কৌপীন নগ্নভাব, কারণ রহিত বিতৃষ্ণা ও পারুষ্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়ন গোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও

অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর সমীচীন, বালক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূর্খ ভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এইটী কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। কতশত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের, পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য কিন্তু সেই উপদেশ গুলিই তাঁহাদের বঞ্চনা কারক। অসংখ্য লোক সাধুর বেশ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। আমার প্রভু তাদৃশ কপট ছিলেন না। নির্ব্ব্যলীকতাই যে সত্য তাহা তাঁহার অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় অধিরূঢ় না থাকিলেও শাস্ত্রের মূললক্ষীভূত বিষয়ে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবাফলে তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভূতিবর্ণন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে পরন্তু তাঁহার নিষ্কপট স্নেহ অতুলনীয় যাহা বিভূতিলাভকেও ফল্গুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই পরমহংসদেব নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোন দিন সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিতৃষ্ণা

ছিল না। কৃপা-পাত্রের প্রতিও কোন বাহ্যিক অনুগ্রহ প্রদর্শন ছিলনা। তিনি বলিতেন, আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহই নাই। সকলেই আমার সম্মানের পাত্র। আরও এক অলৌকিক কথা এই যে শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম বিরোধি ছলধর্ম্ম পরায়ণ অনেক গুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়ে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্য ভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই। তাদৃশ ভক্তিবিরোধী কপটীগণ গৃহীত হইলে তাহাদের অপ্রাকৃত ভাগবত ধর্ম্ম দেখিয়া আমরা ধন্য হইতাম। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের লিখিত "অমায়ায় দয়া" পাইলে বাস্তবিক তাঁহাদেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত, বিষয় বিচ্ছিন্ন হইত, কৃষ্ণপ্রেমলাভ হইত।

নিরপেক্ষ শব্দ বলিলে কি বুঝায় তাহা ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের এবং আমার প্রভুর চরিত্রে দেদীপ্যমান আছে। জড়াভিনিবেশ বশতঃ সাপেক্ষভাব পোষণ করিলে গুণাতীত বৈষ্ণব মহাত্মা গণের কিছুই উপলব্ধি হয় না। নিরপেক্ষ হইলে আমরা দেখিতে পাই যে উপরিউক্ত

সাধুদ্বয় একই উপাদানে গঠিত হইয়া একই প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনা করিয়া সমগ্র জগৎকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন।

গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধ তত্ত্বচন্দ্রিকা।

(শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫৪ পৃষ্ঠার পর)

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদন্ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে অরবিন্দ লোচন! অপর যে সকল ব্যক্তিরা তোমার দাসস্বরূপ স্বভাবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিশুদ্ধ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে বৃথা বিমুক্ত অভিমান করত বহু কষ্টে পরমপদ পাইয়া ও তোমার পাদাশ্রয়কে অনাদর করে তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানদ্বারা ব্যক্তিরা যে পরমপদকে প্রাপ্ত হয় তাহা স্থির থাকে না। অপ্রাকৃত জীবের প্রাকৃত পদার্থের সহিত সম্বন্ধ রাহিত্যকে পরংপদ বলা যায়। উহাই জীবের স্বপদ কিন্তু স্বভাব নহে। ভগবদ্দাস্যই জীবের স্বভাব। অনেকানেক পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ভক্তিকে হীন বোধ করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপনা করেন। অখিল বেদে এই তিনপ্রকার উপায় লক্ষিত হয়। কর্ম্মকাণ্ড বহু বিধ। সংসার স্থাপনের জন্য বর্ণ ও আশ্রমভেদে যতপ্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে ঐ সমুদয়ই কর্ম্ম। বর্ণভেদে সংস্কার ও আশ্রমভেদে অনুষ্ঠান এই সকল বিষয়ে যত